08-05-17 TODAY'S MORNING BENGALI MURLI

০৮-০৫-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা — তোমরা ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত, ঈশ্বরীয় পরিবারের নিয়ম(law) হলো — ভ্রাতৃত্ব জ্ঞানে পরিবারে স্থায়ী হওয়া। ব্রাহ্মণ কুলের ল' (নিয়ম) হলো ভাই-বোন হয়ে থাকা, তাহলে কোনও বিকার দৃষ্টি থাকতে পারবে না ।"

প্রশ্নঃ- এই সঙ্গমযুগ হলো কল্যাণাকারী যুগ — কিভাবে ?

উত্তরঃ- এই সময় বাবা নিজের পরম আদরের বাচ্চাদের সামনে উপস্থিত হন এবং এই সময় থেকেই পিতা, শিক্ষক, সদগুরুর পার্ট বিধিবদ্ধরূপে অভিনীত হতে থাকে। এই কল্যাণাকারী সময়ে তোমরা বাচ্চারা, বাবার ন্যারী মত্ অর্থাত্ সবকিছু থেকে পৃথক অথচ সর্বোত্কৃষ্ট মত্, যা নরককে স্বর্গে পরিবর্তন করে বা সবাইকে সদগতি দান করে, সেই শ্রীমত্ তোমরা জেনে তাকে অনুসরণ করে চলো ।

প্রশ্নঃ- কিভাবে তোমাদের সন্ন্যাস সতোপ্রধান ?

উত্তরঃ- তোমাদের বুদ্ধি থেকে তোমরা এই সমগ্র পুরানো দুনিয়াকে ভুলিয়ে দাও । তোমরা এই সন্ন্যাস নিয়ে কেবলমাত্র বাবাকে আর তাঁর বর্সাকে স্মরণ করো, পবিত্র হও এবং বিধিপূর্বক ভোজনে সাবধানতা অবলম্বন করো, যার ফলে তোমরা দেবতায় পরিণত হও।

গীতঃ- ভোলানাথের মতো অনুপম কেউ নেই

ওম্ শান্তি । প্রথমতঃ, বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় ক'রে বাবাকে স্মরণ করো । পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও বাবা বলেছিলেন, "মনমনাভব" । দেহের সব সম্বন্ধ ছেড়ে নিজেকে অশরীরী আত্মা ভাবো। তোমরা সবাই নিজেকে আত্মা মনে করো? নিজেকে তো কেউ পরমাত্মা মনে করে না ! গাওয়া হয় পাপ আত্মা, পূণ্য আত্মা, মহান আত্মা । মহান পরমাত্মা কখনও বলা হয় না । আত্মা পবিত্র হলে শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হয় । পরে আত্মায় খাদ মিশ্রিত হয় । বাবা কৌশলে বাচ্চাদের বোঝান । এটা নিশ্চিত যে আত্মা রূপে আমরা সব ভাই-ভাই আর দেহ সম্পর্কে সবাই ভাই বোন। অনেক যুগল এখানে বসে আছে, তাদের যদি বলা হয় যে নিজেদের ভাই বোন মনে করো, তাহলে তারা রুষ্ট হয়ে যায় । যাই হোক, এই ল' (নিয়ম) বোঝানো হয়েছে, আমরা আত্মাসকলের পিতা এক, তাই সকলেই আমরা ভাই - ভাই। তারপর মানব দেহে আসলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা আমরা রচিত হই। তাহলে এটা নিশ্চিত যে তাঁর মুখ বংশাবলীরা পরস্পরের সাথে ভাই বোন সম্পর্কিত হলো, তাই না ! সবাই বলেও, পরমপিতা পরম আত্মা । বাবাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা । তাহলে ওঁনার সন্তান হয়ে কেনই বা না আমরা স্বর্গের অধীশ্বর হবো ? যাই হোক, স্বর্গের অস্তিত্ব সত্যযুগে । এমন নয় যে, বাবা এসে কোন নতুন দুনিয়ার রচনা করেন । বাবা এসে পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন করে তাকে আবার নতুন করে গড়েন অর্থাৎ এই বিশ্বকে বদলে দেন । অতএব, বাবাকে এখানে আসতেই হয়। ভারতকে তিনি স্বর্গের উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন । তার স্মৃতিচিহ্ন হলো সর্ববৃহৎ সোমনাথ মন্দির। নিশ্চিতরূপে, ভারতে সেই সময়ে একটাই ধর্ম ছিল, দেবী-দেবতা ধর্ম ; অন্যান্য ধর্ম সব পরে পরে এসেছে। সুতরাং, নিশ্চয়ই সমস্ত আত্মারা নির্বাণধামে বাবার কাছে থাকত । ভারতবাসী জীবন মুক্ত ছিল, সূর্যবংশী রাজ-ঘরানার ছিল । তারা এখন জীবন বন্ধনে আবদ্ধ। রাজা জনকের উদাহরণ আছে, তিনি এক সেকেন্ডে জীবন মুক্তি লাভ করেছিলেন। সারা স্বর্গেই জীবন মুক্তি। তাসত্ত্বেও প্রত্যেকের নিজ নিজ মেহনত অনুযায়ী পদ লাভ হয়, সকলেই জীবন মুক্ত। তাহলে নিশ্চয়ই মুক্তি এবং জীবন- মুক্তি দাতা একজন সদগুরুর প্রয়োজন । কিন্তু এটা তো কেউ জানে না । এখন তো সব মায়ার বন্ধনে বেঁধে আছে । বলা হয় যে ঈশ্বরের গতি মতি সবই অনন্য.... ওঁনার ই শ্রীমত্ । তিনি নিশ্চয়ই আসেন । একদম অন্তিমে সবাই বলবে, হে প্রভু ! তোমরা এখন বলো, হে প্রভু, এই নরককে স্বর্গে রূপান্তরিত করার তোমার গৎ-মত অনুপম। তোমরা জানো, আমরা আবারও একবার সহজ রাজযোগ শিখছি । পূর্ব কল্পেও সঙ্গমের সময় রাজযোগ শেখানো হয়েছিল, তাই না ! বাবা স্বয়ং বলেন — পরম স্নেহের বাচ্চারা, আমি একমাত্র তোমাদেরই সামনে আসি । উঁনি যেমন সুপ্রিম পিতা তেমনই সুপ্রিম শিক্ষকও। তিনি নলেজ দেন, এই সৃষ্টি চক্রের আর কেউ জ্ঞান দিতে পারে না। এই সৃষ্টি চক্রের আদি- মধ্য-অন্ত অথবা ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফী কেউ জানে না। আর না জানে পরমপিতা পরমাত্মা স্থাপনা আর বিনাশের কার্য কিভাবে করেন ! তোমরা বাচ্চারা এখন সবকিছু জেনেছ । মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তরিত করতে ঈশ্বরের বেশী সময় লাগেনা, এই মহিমা ওঁনারই। আরও বলা হয়, ঈশ্বর কলুষিত বস্ত্র ধুয়ে দেন...তোমাদের প্রত্যেকের নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত্ আমি পবিত্র নাকি পতিত ? অমরমূর্তের সিংহাসন, তাই না ! অমরমূর্তের (মৃত্যুঞ্জয়) সিংহাসন কোথায় ? সেতো নিশ্চয়ই পরমধামে অথবা ব্রহ্ম তত্ত্বে হবে । আমরা আত্মারাও সেখানে থাকি। তাকেও অকালতখ্ত বলা হয়, যেখানে কেউ যেতে পারে না। আমরা সেই সুইট হোমে থাকি, বাবাও সেখানেই বিরাজ করেন। যাই হোক, সেখানে বসার জন্য কোনো আসন বা চেয়ার ইত্যাদি থাকে না। সেখানে তোমরা অশরীরী । সুতরাং, তোমাদের বোঝানো উচিত্, তোমরা এক সেকেন্ডে জীবন মুক্তি লাভ করো অর্থাৎ তোমরা সুযোগ্য হয়ে

ওঠো। বাবা বলেন, শিববাবাকে স্মরণ করো, বিষ্ণুপুরী স্মরণ করো । এখন তোমরা ব্রহ্মাপুরীতে বসে আছ । তোমরা যেমন ব্রহ্মার সন্তান তেমন শিববাবার বাচ্চাও। যদি নিজেদের ভাই বোন মনে না করো তাহলে কাম বিকারে চলে যাবে । এটা ঈশ্বরীয় পরিবার । তোমরা বাচ্চারা এখানে বসে আছ, দাদাও (পিতামহ) এখানে , বাবাও এখানে এবং তোমরা তাঁদের সন্তান । ব্রহ্মার দ্বারা তোমরা শিববাবার সন্তান হয়েছ। তোমরা শিবের পৌত্র । মানব দেহে থাকাকালীন তোমাদের সম্পর্ক ভাই বোনের। এই সময়ে প্র্যাকটিকাল উপায়ে তোমরা ভাই বোন। এই হলো ব্রাহ্মণ কুল । এই সব কথা বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে হবে! জীবনমুক্তির প্রাপ্তি তোমাদের এক সেকেন্ডে হয়, কিন্তু পদ বিভিন্ন রকম হবে। যে মায়া দুঃখের কারণ সেখানে তার কোনও অস্তিত্ব থাকেনা। তারা যেমন বলে যে, প্রারম্ভকাল থেকে তারা রাবণকে দহন করছে এটা তেমন নয় যে, সত্যযুগের শুরু থেকে কলিযুগের অন্ত অবধি রাবণ দগ্ধ হয়। এটা তো অসম্ভব ! স্বর্গে অসুর কোথা থেকে আসবে ? বাবা বলেছেন এটা হলো আসুরী সম্প্রদায় । তারপর তারা নাম রেখেছে অকাসুর- বকাসুর । তারা বলেও কৃষ্ণ গোচারণ করেছেন , এই পার্টও অভিনীত হয়েছে ; তোমরা সবাই শিববাবার গাভী, তাই না ! শিববাবা তোমাদের জ্ঞান রূপী ঘাস খাওয়াচ্ছেন । তিনি তোমাদের জ্ঞানের ঘাস খাইয়ে পালন পোষন করেন ! মানুষ মন্দিরে গিয়ে দেবতাদের মহিমা কীর্তন করে, বলে, তুমি সকল দেবত্ব গুণে সম্পন্ন আর আমরা নীচ পাপী ! তারা নিজেদের দেবতা বলতে পারে না তাই নিজেদের হিন্দু বলে । আসল নাম, ভারত । গীতায় বলা হয়েছে যদা যদাহি ধর্মস্য . . . অর্থাত্ যখন যখন ধর্মের গ্লানি হয় আমি ভারতে আসি। গীতায় হিন্দুস্থান উল্লিখিত হয়নি। ভগবানুবাচঃ ভগবান এক, নিরাকার যাঁকে সবাই জানে । স্বর্গে সব দৈবীগুণ সম্পন্ন মানুষ থাকেন। তাঁদেরই ৮৪ জন্ম নিতে হয়। সুতরাং নিশ্চিতভাবে তাঁরা স্বর্গ থেকে নরকে যাবে। স্বয়ংই পূজ্য আবার স্বয়ংই পূজারী । এর কিছু অর্থ আছে, তাই না ! নম্বর ওয়ান পূজ্য হলেন শ্রীকৃষ্ণ । কিশোর অবস্থাকে সতোপ্রধান বলা হয়। বাল অবস্থাকে সতো, যুবা অবস্থাকে রজো, বৃদ্ধ অবস্থাকে তমো বলা হয় ।সৃষ্টিও সতো রজো তমোর মধ্য দিয়ে যায়। কলিযুগের পরে আবার সত্যযুগ আসতেই হয়। বাবা আসেন সঙ্গমের সময় । এটা হলো মোস্ট কল্যাণাকারী যুগ । এই যুগের মতো অন্য কোনও যুগ হতে পারেনা। সত্যযুগ থেকে ত্রেতাযুগে আসলে, সেটাকে কল্যাণাকারী বলা যাবে না কেননা দুই কলা কমে যায়, তাই একে কল্যাণাকারী যুগ কেমন করে বলবে ? তারপর দ্বাপরে আসলে কলা আরও কমে যায়, তাহলে এটাও কল্যাণাকারী যুগ হয়না। কল্যাণাকারী যুগ হলো এই সঙ্গমযুগ, যেখানে বাবা বিশেষ ভাবে ভারতের আর বাদবাকি সারা বিশ্বের গতি এবং সদগতি করেন । এখন তোমরা স্বর্গে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ । বাবা বলেন, একমাত্র এই দেবী দেবতা ধর্ম সুখ প্রদানকারী। তোমরা নিজেদের ধর্ম বিস্মৃত হয়েছ । তাই তো অন্যান্য ধর্মে চলে যাও । বাস্তবে কিন্তু তোমাদের ধর্ম হলো সবথেকে উঁচু । আবারও একবার সেই রাজযোগ শিখছ, সুতরাং, অবশ্যই শ্রীমত্ অনুসরণ করো। আর বাদবাকি সবাই তো রাবণের আসুরিক মতে চলে। সবার মধ্যে পাঁচ বিকার আছে, তারমধ্যে প্রথম হলো অশুদ্ধ অহংকার । বাবা বলেন, দেহ অহংকার ছেড়ে দেহী অভিমানী হও, অশরীরী হও। তোমরা আমাকে, তোমাদের বাবাকে ভুলে গেছ ! এও এক গোলকধাঁধার খেলা ! আবার কেউ বলে নীচে যদি নেমে যেতেই হয় তাহলে পুরুষার্থ কেন করব ? আরে ! পুরুষার্থ না করলে স্বর্গের রাজত্ব কেমন করে লাভ করবে ? তোমাদের অবশ্যই ড্রামা বুঝতে হবে। একই সৃষ্টিচক্র ক্রমাগত ঘুরছে। প্রারম্ভে স্বর্ণযুগ, সত্যের যুগ, এটা হলোই সত্য। বলা হয়, পৃথিবীর হিস্ট্রি জিওগ্রাফী রিপিট হতে থাকে । কখন তা' আরম্ভ হয় ? কিভাবে এটা রিপিট হয় ? সেটা জানার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করো । বাবা বলেন, আমি আবার তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি ; তোমরাও শিখছ । রাজত্ব স্থাপন হবে । যাদবেরা আর কৌরবেরা শেষ হয়ে যাবে, তখনই হবে জয় জয়কার। তারপর মুক্তি, জীবন মুক্তির কপাট উন্মুক্ত হবে । ততক্ষণ অবধি পথ বন্ধ থাকবে । যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখনই গেট খুলে যায় । বাবা গাইড হয়ে এসে তোমাদের ঘরে নিয়ে যান । মুক্তিদাতাও উঁনি । মায়ার ফাঁদ থেকে তিনি তোমাদের মুক্ত করেন। মানুষ গুরুদের শেকলে ফেঁসে আছে । অনেকে ভয়ভীত থাকে যে গুরু আজ্ঞা পালন না করলে সে তাদের অভিশাপ দেবে। আরে ! গুরু আজ্ঞা কী তোমরা মেনে চলো ! তিনি অপাপবিদ্ধ, পবিত্র আর তোমরা হলে পতিত অপবিত্র। গুরুদের প্রতি মানুষের কত বিশ্বাস ! তারা বুঝতে পর্যন্ত পারেনা তারা কি করছে ! এই হলো ভক্তি মার্গের প্রভাব। এখন তোমরা বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী। তোমরা জানো যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর হলেন সূক্ষবতনবাসী । তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর পার্ট এখানে, কিন্তু শংকরের এখানে আসার দরকার নেই । এখানে আছেন জগদম্বা, জগতপিতা আর তোমরা বাচ্চারা । তারা বহু ভূজাধারী দেবীদের ছবি বানায়, অসংখ্য ছবি আছে ! এই সমস্ত ছবি হলো ভক্তি মার্গের জন্য । মানুষ তো মানুষই হয় ! রাধা কৃষ্ণকেও চতুর্ভুজ দেখানো হয়েছে। দীপাবলীতে মহালক্ষীর পূজো করা হয়, যাঁর দুই বাহু শ্রীলক্ষীর আর দুই বাহু শ্রীনারায়ণের প্রতীক। এইজন্য তাঁরা উভয়েই পূজিত হন, কম্বাইন্ডরূপে। এটা প্রবৃত্তি মার্গের, আর কিছুই এখানে নেই। লম্বা জিহ্বাসমেত তারা কালীকে দেখিয়েছে, কৃষ্ণকেও ঘোর শ্যামবর্ণ দেখিয়েছে ! কারণ দেবী-দেবতাদের বিকারের পথে পতন হলে তাঁরা কালো অর্থাত্ অসুন্দর হয়ে যান। তারপর জ্ঞান চিতায় বসে তাঁরা আগের মতো আবার সুন্দর হয়ে ওঠেন। জগদম্বা, যিনি প্রকৃত মিষ্টি মাম্মা, যিনি সবার মনোস্কামনা পূর্ণ করেন, তাঁরও মূর্তি তারা কালো দেখিয়েছে। তারা অনেক দেবীমূর্তি বানিয়েছে। তারা পূজা ক'রে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয় । তাহলে এতো পুতুল পূজাই হলো, তাই না ! বাবা বলেন, ড্রামাতে সব নির্ধারিত আছে, সুতরাং, আবারও তা' ঘটবে। ভক্তি মার্গের বিস্তার অনেকখানি। কত মন্দির, কত চিত্র, কত শাস্ত্র ইত্যাদি আছে ! বলার কথা নয় ! এটা ওয়েস্ট অফ টাইম এবং ওয়েস্ট অফ মানি। মানুষ সেইসব সমেত সম্পূর্ণভাবে তুচ্ছ বুদ্ধির হয়ে গেছে। তারা কানাকড়ির মতো মূল্যহীন হয়ে গেছে। বাবা বলেন, এখন তোমরা ভক্তি মার্গে অনেক ধাক্কা খেয়েছ। এখন বাবা তোমাদের সমস্ত ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত করে দিচ্ছেন। কেবলমাত্র বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণ করো, অবশ্যই পবিত্র হয়ে যাবে। তোমরা অবশ্যই তোমাদের ভোজনের প্রতি সাবধানতা নেবে। তানাহলে যেমন অন্ন তেমন মন হয়ে যায়। সন্ন্যাসীদেরও গৃহস্থ সংসারে জন্ম নিতে হয় । সেটা হলো রজোপ্রধান সন্ন্যাস ।

এটা হলো সতোপ্রধান সন্ন্যাস । তোমরা পুরোনো দুনিয়ার সন্ন্যাস করো। সেই সন্ন্যাসেও অনেক শক্তি আছে। প্রেসিডেন্টও গুরুর সামনে মাথা নত করে । ভারত পবিত্র ছিল । তার মহিমা গাওয়া হয়, ভারতবাসী সর্বগুণ সম্পন্ন ছিল । এখন তো সম্পূর্ণ বিকারী হয়ে গেছে । এখনও তারা দেবতার মন্দিরে যায়, সুতরাং তারা অবশ্যই সেই ধর্মেরই হবে ; ঠিক তেমনই গুরুনানকের মন্দিরে যারা যায় তারা অবশ্যই শিখ ধর্মেরই হবে। যাই হোক, তারা কখনও নিজেদের দেবতা ধর্মের বলতে পারবে না কেননা তারা পবিত্র নয়। বাবা বলেন, আমি আবারও একবার শিবালয় বানাতে এসেছি । স্বর্গে কেবল দেবী দেবতারা থাকেন । এই জ্ঞান পরে লুপ্ত হয়ে যায়। গীতা, রামায়ণ ইত্যাদি সব সমাপ্ত হয়ে যাবে, তারপর ড্রামানুসারে আবার নিজস্ব সময়ে প্রকাশ পাবে । এই সমস্ত কথা বুঝতে হবে। কারণ এই পাঠশালায় মানুষ দেবতায় রূপান্তরিত হতে আসে। কিন্তু মানুষ, মানুষের সদগতি কদাচিৎ করতে পারে না । তারা শুধুমাত্র একে অপরকে সাময়িক সুখ দিতে পারে। এখানের সুখ স্বল্পকালীন, বাকি দুঃখই দুঃখ । সত্যযুগে দুঃখের নামও থাকে না । নামই হলো স্বর্গ, সুখধাম । স্বর্গের নাম কত খ্যাতিসম্পন্ন ।বাবা বলেন, যদিও গৃহস্থ সংসারে থাকো, তবুও এই অন্তিম জন্মে বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, বাবা আমরা তোমার সন্তান । এই অন্তিম জন্মে নিশ্চয়ই পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার বর্সা (উত্তরাধিকার) প্রাপ্ত করব । বাবাকে স্মরণ করা খুবই সহজ । আচ্ছা —

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১) দেহ অহংকার ছেড়ে দেহী - অভিমানী হতে হবে । অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

২) ড্রামা যথার্থ ভাবে বুঝে নিয়ে পুরুষার্থ করতে হবে । ড্রামাতে থাকলেই পুরুষার্থ করব এমন ভেবে পুরুষার্থহীন হওয়া উচিত নয় ।

বরদান :- কল্যাণাকারী সময়ের স্মৃতির দ্বারা নিজের ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা মাষ্টার ত্রিকালদর্শী ভবঃ

যদি তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করে যে তোমাদের ভবিষ্যৎ কি, তাহলে সেই ব্যক্তিকে বোলো, আমরা জানি, খুবই ভালো, কেননা আমরা জানি যে আগামী দিনে যেটা হবে সেটা খুবই ভালো হবে । যা কিছু হয়ে গেছে সেটাও ভালো ছিল, যা কিছু হচ্ছে সেটা ভালোই হচ্ছে আর যা হবে সেটা আরো অনেক বেশি ভালো হবে । যারা মাষ্টার ত্রিকালদর্শী বাচ্চা তাদের নিশ্চয় বা দৃঢ়তা থাকে যে এটা কল্যাণকারী সময়,আমাদের বাবা কল্যাণাকারী আর আমরা বিশ্বের কল্যাণাকারী, সুতরাং, আমাদের অকল্যাণ হতে পারেনা ।

স্লোগান :- সমাপ্তির সময়কে সমীপে আনতে হলে সম্পূর্ণ হওয়ার পুরুষার্থ করো ।

।।ওম শান্তি ।।